দৈনিক জনকণ্ঠ

০৯/৯/২০০১

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গুলিবর্ষণ, আহত ৭ গ্রেফতার ২

এসএম হলের দখল নিয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ২১ দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি ভোটকেন্দ্র নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হল দখল করে নিয়েছে ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত মাদারীপুর-শরীয়তপুরকেন্দ্রিক 'বাবু-ডলার গ্রুপ'। প্রতিপক্ষ বাগেরহাট গ্রুপকে শনিবার ভোর সোয়া পাঁচটায় সশস্ত্র হামলা করে হল থেকে বিতাড়িত করেছে লালবাগ থানা ছাত্রদলের এক

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

এসএম হলের দখল

(প্রথম পাতার পর)

নেতার সহায়তায়। হল দখলকালে মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়ে ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত বাগেরহাট গ্রুপের এক নেতার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে, এক কর্মীর তিন দাঁত ফেলে দিয়েছে এবং একজনের চোয়াল ভেঙ্গে দেয়াসহ সাতজনকে মারাত্মক আহত করেছে প্রতিপক্ষ মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের ক্যাডাররা। দখলদার বাহিনী এ সময় অর্ধশত রাউন্ড গুলি করেছে। পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার নেপথ্য কারণ হিসাবে দু'ধরনের বক্তব্য পাওয়া গেছে।

শনিবার ফজরের নামাজের আজানের সময় ছাত্রলীগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত এসএম হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ডলার এবং জহুরুল হক হল শাখার সভাপতি বাবুর নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের একটি দল এসএম হলে প্রবেশ করে। এসএম হল নিয়ন্ত্রণকারী বাগেরহাট গ্রুপের কাছে আগে থেকেই সংবাদ ছিল প্রতিপক্ষরা দু'একদিনের মধ্যে হামলা করতে পারে। সে অনুযায়ী তারা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু হল থেকে বিতাড়িত মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপ গোপনে রাতভর জহুরুল হক হলে অবস্থান নেয়। ভোর রাতে জহুরুল হক হলের দেয়াল টপকে এসএম হলের মসজিদের পাশ দিয়ে মই ব্যবহার করে হলে প্রবেশ করে। ২০/২৫ জনের এই দলটির নেতৃত্ব দেয় ডলার এবং বাবু। বাবুর মুখে এ সময় গামছা বাঁধা ছিল। হঠাৎ গামছা খুলে গেলে প্রতিপক্ষ গ্রুপ তাকে চিনে ফেলে। হলে প্রবেশ করে মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের ক্যাডাররা ৭/৮ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে যায়। এ সময় বাগেরহাট গ্রুপের ক্যাডাররা ৪/৫ রাউন্ড পাল্টা গুলি ছুড়ে। হল আক্রমণকারী মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের হাতে সাতটি অত্যাধুনিক অস্ত্র দেখে বাগেরহাট গ্রুপের ক্যাডাররা পালাতে থাকে। এ সময় 'বাবু-ডলার' বাহিনী ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা ইমনের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। সে পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। জীবনে বেঁচে থাকলেও মেরুদণ্ড সোজা করে আর দাঁড়াতে পারবে কিনা সে বিষয়ে ডাক্তাররা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ছাত্রলীগ হল শাখা নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শফিকুল ইসলাম মানিকের বাঁ চোখের নিচের অংশে আঘাত করে ফাটিয়ে দিয়েছে। ক্যাডাররা মানিকের তিনটি দাঁত ফেলে দিয়েছে এবং চোয়ালের নিচের অংশ ফাটিয়ে দিয়েছে। হলের আরেক আইন বিভাগের ছাত্র শাওনের চোয়ালে মারাত্মক আঘাত করেছে। মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের অপর দু'কর্মী এফ রহমান হলের মাহফুজ (বর্তমান) এবং এসএম হলের গালিব ও জুয়েল হামলার দায়িত্ব পালন করেছে। পুলিশের সামনেই সব ঘটনা ঘটলেও পুলিশ ছিল নির্বিকার। তবে ঘটনার পর পুলিশ জুয়েল ও গালিবকে গ্রেফতার করেছে। ছাত্রলীগের বাগেরহাট গ্রুপের নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসম্পাদক পদধারী জনৈক নেতা যিনি শেখ পরিবারের প্রভাবশালী একজনের নিয়মিত সমর্থন পাচ্ছেন। অন্যদিকে মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের নেতৃত্ব দেন দুই যুবলীগ নেতার সমর্থনে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির জনৈক যুগ্ম সম্পাদক। এ কাজে তিনি ছাত্রলীগের এক সাবেক সভাপতির মদদ পাচ্ছেন। জহুরুল হক হল দীর্ঘদিন ধরে মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এসএম হল তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। দীর্ঘদিন স্নায়ুযুদ্ধের মাধ্যমে ইমন, রুবেল, সায়েম ও রায়হানদের সহযোগিতায় আট দশ মাস আগে হলটি মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে আসে। গ্রুপ নেতাদের বিমাতাসুলভ আচরণে এরা বাগেরহাট গ্রুপে যোগ দেয়। মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপ নতুন করে হল দখলে নেয়ার পরিকল্পনা করে এবং গতকাল তা বাস্তবায়ন করে। হলের গাছ বিক্রি করার দায়ে বহিষ্কৃত ডলার এবং গুরু-শিষ্যের মধ্যে গোলাগুলির দায়ে বহিষ্কৃত জহুরুল হক হলের বাবু ঐক্যবদ্ধ হয়ে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক এই অভিযান চালিয়েছে। বর্তমানে হলটি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।